স্কিলস কম্পিটিশন-এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে দক্ষতা ও উদ্ভাবনের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

৩টি উদ্ভাবনকে পুরস্কৃত

শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি বলেনে, দেশকে উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে হলে কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উদ্ভাবনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৮ এর চূড়ান্ত পর্যায় এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আজ এ কথা বলেন।

তিনি বলেন একটি জাতির অগ্রযাত্রার উদ্ভাবন বা ইনোভেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। ছাত্র জীবন থেকেই যদি এর অনুশীলন শুরু করা যায় তবে সেটি দীর্ঘ মেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ ফল বয়ে আনতে সক্ষম বলে মন্ত্রী মনে করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট ২০১৪ সাল থেকে সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশের লক্ষ্যে স্কিলস কম্পিটিশন আয়োজন করে আসছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব মো: আলমগীর এবং সভাপতিত্ব করেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) এ কে এম জাকির হোসেন ভূঞা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক রওনক মাহমুদ। স্কিলস কম্পিটিশনের উপর তথ্যাদি উপস্থাপন করেন স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট এর প্রকল্প পরিচালক এ বি এম আজাদ।

প্রধান অতিথি দীপু মনি উল্লেখ করেন, দেশের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উন্নয়নের জন্য প্রতি উপজেলায় আমরা তরুণদের জন্য একটি করে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের আরও পরিকল্পনা রয়েছে আগামী পাঁচ বছরে ১ কোটি ২৮ লক্ষ্য তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান করা, যার মধ্যে প্রতি উপজেলা থেকে ১০০০ তরুণ-তরুণীর জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগও থাকবে। আমরা এটা অনুধাবন করি যে, কারিগরি শিক্ষার জন্য শুধুমাত্র ভবন তৈরি করে দেওয়াটা যথেষ্ট নয়, বরং প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষক ও শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে উপযুক্ত কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন ভবিষ্যৎ, যা কিনা সবসময়ই কিছুটা অনিশ্চয়তায় ভরা, তার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। বিশ্বায়নের এই যুগে পরিবর্তনের গতি এতই দ্রুত যে সবচেয়ে সুচারু পরিকল্পনাও অকার্যকর প্রমাণিত হতে পারে। তাই প্রথাগতভাবে নয়, ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের জন্য সৃজনশীল ও উদ্ভাবণী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে।

এবারের স্কিলস কম্পিটিশনের চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সারাদেশ থেকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী কর্তৃক উদ্ভাবিত ৫২টি প্রকল্প প্রদর্শিত হয়। এই প্রকল্পসমূহ প্রথমে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে এবং পরে আঞ্চলিক পর্যায়ে নির্বাচিত হয়ে চূড়ান্তপর্বে স্থান পায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় যেখানে স্কিলস এন্ড ইনোভেশন: চ্যালেঞ্জেস এন্ড অপুরচুনিটি বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক রওনক মাহমুদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মো: মোরাদ হোসেন মোল্ল্যা এবং বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র অপারেশন্স অফিসার ড. মোখলেছুর রহমান। স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট এর প্রকল্প পরিচালক এ বি এম আজাদ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

একই ভেন্যুতে বিকেলে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিচারকদের রায়ে নির্বাচিত সেরা ৩টি উদ্ভাবন পুরস্কৃত করেন। প্রকল্প ৩টি হলো:

1) Pollution Ink, Aeronautical Institute of Bangladesh (AIB)

2) Power Driven Fertilizer Scatter for Modern Agriculture, Institute of Marine Technology, Sirajganj

3) Bangladesh Robot Force, Chattogram Polytechnic Institute

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) এ.কে.এম. জাকির হোসেন ভুঞা এবং অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক রওনক মাহমুদ।

মো: জিল্লুর রহমান
কমিউনিকেশন কনসালটেন্ট
এসটিইপি
মোবাইল: ০১৭১৩০৮২৩৯১
০১৭২০২৮০৫২৭